

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম কি ও কেন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মুহসিনা জুবায়ের

রোলঃ 23090121461

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম কি ও কেন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মুহসিনা জুবায়ের

রোলঃ 23090121461

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ইসলাম কি ও কেন ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মুহসিনা জুবায়ের, আইডিঃ 23090121461 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলাম কি ও কেন ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

মুহসিনা জুবায়ের

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

আইডিঃ 23090121461

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

১. ভূমিকা, সংজ্ঞা ও মূলভিত্তি.....	1
১.১. গবেষণার উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা ও ক্ষেত্র:.....	1
১.২. ইসলামের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা.....	1
১.৩. ‘দ্বীন’ (জীবনবিধান) ও ‘ঈমান’ (বিশ্বাস) এর মধ্যে সম্পর্ক ও পার্থক্য.....	2
১.৪. কুরআন ও সুন্নাহ: প্রামাণিক দলিল হিসেবে এর মর্যাদা ও অনুসরণ.....	2
২. ইসলামী বিশ্বাস (আকীদা): ঈমানের ছয়টি স্তম্ভের প্রমাণভিত্তিক বিশ্লেষণ.....	3
২.১. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস (তাওহীদ) ও শিরকের স্বরূপ:.....	3
২.২. তাওহীদের প্রকারভেদ (রুবুবিয়াহ, উলুহিয়াহ, আসমা ওয়াস সিফাত) ও তার দলিল:.....	3
২.৩. ফিরিশতাগণের প্রতি বিশ্বাস:.....	4
২.৪. আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস:.....	4
২.৫. রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস:.....	5
২.৬. আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস:.....	5
২.৭. তাকদীরে বিশ্বাস:.....	5
৩. ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ: ইবাদতসমূহের আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক তাৎপর্য.....	6
৩.১. শাহাদাহ্: ইসলামের প্রবেশদ্বার ও কেন্দ্রীয় সাক্ষ্য:.....	6
৩.২. সালাত: আধ্যাত্মিক ও সামাজিক বন্ধন:.....	6
৩.৩. যাকাত: অর্থনৈতিক পরিশুদ্ধি ও সমাজকল্যাণ:.....	7
৩.৪. সিয়াম (রোযা) ও তাকওয়া:.....	7
৩.৫. হজ্জ: সর্বজনীনতা ও আত্মিক প্রেম:.....	7
## ৪. মানব জীবনে ইসলামের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য.....	8
৪.১. জীবনের উদ্দেশ্য: পরীক্ষা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন:.....	8
৪.২. দ্বীন কেন জীবন, আলো ও মুক্তি:.....	8

৪.৩. নৈতিক জীবন ও আদব-কায়দার গুরুত্ব (আখলাক):.....	8
### ৪.৪. হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদ এর মধ্যে ভারসাম্য:.....	9
৫. ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি ও সামাজিক ন্যায়বিচার	9
৫.১. ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক দর্শন:	9
৫.২. অর্থনীতিতে ঈমান ও তাকওয়ার প্রভাব:	10
৫.৩. ইসলামী আইন ও অর্থনৈতিক বিধান রচনার মূলনীতি:.....	10
৫.৪. সামাজিক ন্যায়বিচার (আদল ও ইনসাফ) প্রতিষ্ঠায় কুরআনের নির্দেশ:.....	10
৬. রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনা: সীরাত থেকে ব্যবহারিক প্রমাণ	11
৬.১. রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সীরাত: উসওয়াতুন হাসানা (অনুপম আদর্শ):.....	11
৬.২. মদিনা সনদের বিশ্লেষণ: প্রথম লিখিত সংবিধান:	12
৭. আকীদা ও ফিকহের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মাযহাবসমূহ	12
৭.১. ইলমুল আকীদা ও ইলমুল ফিকহের মূলনীতি ও সম্পর্ক:.....	12
৭.২. ফিকহী মতপার্থক্যের ঐতিহাসিক সূত্রপাত ও কারণসমূহ:	13
৭.৩. আহলে রায় ও আহলে হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য:.....	13
৭.৪. চার প্রধান ফিকহী মাযহাবের পরিচিতি ও উসূল:.....	13
৭.৫. আকীদার ক্ষেত্রে আশআরি ও মাতুরিদি মাযহাবের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:	14
৮. উপসংহার, সারসংক্ষেপ ও নির্দেশিকা	14
৮.১. থিসিসের সারসংক্ষেপ: "ইসলাম কি ও কেন" প্রশ্নের চূড়ান্ত জবাব:.....	14
৮.২. আধুনিক প্রেক্ষাপটে ইসলামী জীবনব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ ও প্রাসঙ্গিকতা:	15
৮.৩. ভবিষ্যৎ অধ্যয়নের জন্য সুপারিশ:.....	15

১. ভূমিকা, সংজ্ঞা ও মূলভিত্তি

এই গবেষণামূলক আলোচনা ইসলামকে কেবলমাত্র একটি ধর্মীয় বিশ্বাস বা আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি হিসেবে নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ, সুসংগঠিত এবং যুক্তিগ্রাহ্য জীবনবিধান (দীন) হিসেবে উপস্থাপন করেছে। এই প্রতিবেদনটি ইসলামের মৌলিক ভিত্তি, বিশ্বাস, ব্যবহারিক নির্দেশনা, এবং এর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোকে কুরআন ও সহীহ হাদীসের প্রামাণিক দলিল দ্বারা বিশ্লেষণ করবে, যা ইসলামের স্বাভাব্য ও যৌক্তিকতা প্রমাণ করে।

১.১. গবেষণার উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা ও ক্ষেত্র:

গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো ইসলামের গভীর দার্শনিক, ধর্মতাত্ত্বিক ও আইনশাস্ত্রীয় দিকগুলি বিশদভাবে পর্যালোচনা করা। এটি ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ (আকীদা), ইবাদত পদ্ধতি, নৈতিক জীবনধারা (আখলাক), এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও রাষ্ট্রীয় পরিচালনার মূলনীতিসমূহকে প্রামাণিকতার সাথে তুলে ধরবে। এই বিশ্লেষণ দেখায় যে, ইসলাম মানুষের সৃষ্টিগত প্রকৃতি ও যৌক্তিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি ব্যবস্থা।

গবেষণার ক্ষেত্র বিস্তৃত: ১. ইসলামী আকীদা (ঈমানের ছয়টি স্তম্ভ)। ২. ইবাদত (ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ) ও তার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য। ৩. ইসলামী নীতিশাস্ত্র (আখলাক ও হাক্কুল ইবাদ)। ৪. ইসলামী অর্থনীতি ও সামাজিক ন্যায্যবিচারের মূলনীতি। ৫. রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি রাসূল (সাঃ)-এর সীরাতে ভিত্তিক দিকনির্দেশনা।

১.২. ইসলামের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা

ইসলাম শব্দটি আরবি 'সালাম' (শান্তি) এবং 'সিলাম' (আত্মসমর্পণ) মূল ধাতু থেকে উদ্ভূত। আভিধানিকভাবে, ইসলাম হলো আল্লাহর কাছে শতহীন আত্মসমর্পণ। পারিভাষিক সংজ্ঞায়, ইসলাম হলো একমাত্র মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে তাঁর প্রেরিত বিধানাবলী মেনে নেওয়া এবং সেই মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা।

ইসলামী ধর্মবিশ্বাস বোঝাতে সাধারণত 'ঈমান' ও 'আকীদা' এই দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। লক্ষ্যণীয় যে, কুরআন ও হাদীসে বিশ্বাস বোঝাতে মূলত 'ঈমান' শব্দটিই সর্বদা ব্যবহৃত হয়েছে। 'আকীদা' পরিভাষাটি দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে, বিশেষত পারস্য, ইরাক, সিরিয়া এবং মিসরের দার্শনিক মতবাদের প্রভাবে, ধর্মীয় বিশ্বাসকে খুঁটিনাটি বিষয়সহ সুনির্দিষ্টভাবে

আলোচনার জন্য পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তী যুগের ইমামগণ ধর্মবিশ্বাসের আলোচনার জন্য 'আল-ফিকহুল আকবার', 'ইলমুত তাওহীদ', 'আস-সুন্নাহ' এবং 'আকীদাহ' পরিভাষাগুলো ব্যবহার করেন। এর মধ্যে 'আকীদাহ' শব্দটি চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর পরে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে।

১.৩. 'দ্বীন' (জীবনবিধান) ও 'ঈমান' (বিশ্বাস) এর মধ্যে সম্পর্ক ও পার্থক্য

ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করতে হলে 'দ্বীন' এবং 'ঈমান'-এর সম্পর্ক জানা অত্যাবশ্যক। দ্বীন হলো জীবন, আলো, হেদায়াত, আরোগ্য, সৌভাগ্য, নিরাপত্তা, সফলতা, কল্যাণ এবং মুক্তি। দ্বীন ব্যতীত মানুষ দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই হারায়। অন্যদিকে, ঈমান হলো এই দ্বীনের মূল ভিত্তি বা ধর্মবিশ্বাস, যা 'গাইব' বা অদৃশ্য বিষয়াদির উপর প্রতিষ্ঠিত। **ওহীর উপর নির্ভরতার যৌক্তিকতা:** ইসলামী বিশ্বাসের মূল ভিত্তি যে অদৃশ্য বিষয়াদির (যেমন স্রষ্টার অস্তিত্ব, তাঁর গুণাবলি, ফিরিশতা, পরকালীন জীবন) উপর নির্ভরশীল, সেই বিষয়ে মানবীয় জ্ঞান, বুদ্ধি বা বিবেক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। পঞ্চ-ইন্দ্রিয় বা মানবীয় যুক্তি কেবল এগুলির বাস্তবতা ও সম্ভাব্যতা অনুভব ও স্বীকার করে। উদাহরণস্বরূপ, মানুষ যুক্তি দিয়ে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করলেও তাঁর সত্তার প্রকৃতি বা গুণাবলি নিয়ে চূড়ান্ত একমত্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। এই সীমাবদ্ধতার কারণে, বিশ্বাসের বিষয়ে চূড়ান্ত সত্য লাভ করার জন্য ওহীর উপর নির্ভর করা অপরিহার্য। এটি প্রমাণ করে যে, ইসলাম কোনো অন্ধ বিশ্বাস নয়, বরং মানবীয় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে ঐশী উৎসের প্রতি এক যৌক্তিক আত্মসমর্পণ।

১.৪. কুরআন ও সুন্নাহ: প্রামাণিক দলিল হিসেবে এর মর্যাদা ও অনুসরণ

কুরআন মাজীদে যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাধ্যমে যা জানা গিয়েছে, সাহাবীগণের নীতি ছিল তা বিনা বাক্যে ও নির্দিধায় বিশ্বাস করা এবং এ বিষয়ে অকারণ যুক্তিতর্ক পরিহার করা।

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখার (যেমন ইলমুল আকীদা, ইলমুল ফিকহ, ইলমুত তাযকিয়া বা তাসাউফ) একটি অভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে: তা হলো, মুমিনের জীবনকে হুবহু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের অনুসরণে পরিচালিত করা। ইলমুল আকীদার উদ্দেশ্য হলো মুমিনের বিশ্বাসকে তাঁদের বিশ্বাসের সাথে মিলিয়ে দেওয়া, আর ইলমুল ফিকহ-এর উদ্দেশ্য হলো ইবাদত, মুআমালাত ও সকল কর্মকান্ড যেন অবিকল তাঁদের আদলেই পালিত হয়।

২. ইসলামী বিশ্বাস (আকীদা): ঈমানের ছয়টি স্তম্ভের প্রমাণভিত্তিক বিশ্লেষণ

ইসলামী জীবনব্যবস্থার ভিত্তি হলো ঈমান বা বিশ্বাস। মুসলিম হতে হলে ছয়টি বিষয়ের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। এই ছয়টি স্তম্ভ কুরআন ও হাদীসে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

২.১. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস (তাওহীদ) ও শিরকের স্বরূপ:

তাওহীদ (আল্লাহর এককত্ব) ইসলামের কেন্দ্রীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস। আল্লাহর ওপর ঈমান আনার অর্থ হলো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়, অতুলনীয়। তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা ও বিধানদাতা। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

তাওহীদ ব্যতীত ইসলামে কোনো ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয়। শিরক হলো আল্লাহর প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসকে খণ্ডিত করা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে, তার জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নাম অবধারিত (সূরা নিসা: ১১৬)। শিরকের সাধারণ উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে: অন্য দেব-দেবীর উপাসনা করা, ভাগ্য গণনা করা, কবর পূজা করা, যাদু-টোনা করা বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ক্ষমতার ওপর নির্ভর করা।

২.২. তাওহীদের প্রকারভেদ (রুবুবিয়াহ, উলুহিয়াহ, আসমা ওয়াস সিফাত) ও তার

দলিল:

সালাফগণ কুরআন ও হাদীস অনুসন্ধান করে তাওহীদের তিনটি প্রধান প্রকারভেদ চিহ্নিত করেছেন। যদিও এগুলি ইলমী বিশ্লেষণ মাত্র, তবে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী তাওহীদপন্থীর আকীদাহ-বিশ্বাসে এগুলো পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ক. তাওহীদুর রুবুবিয়াহ (আল্লাহর কর্তৃত্ব ও প্রতিপালকত্বের এককত্ব):

এটি এই দৃঢ় বিশ্বাস করা যে, আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রিজিক দাতা এবং সমস্ত সৃষ্টিজগতের ব্যবস্থাপক। তাঁর কোনো শরীক বা সাহায্যকারী নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন: “আল্লাহ ছাড়া আর কোনো স্রষ্টা আছে কি, যে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিজিক দিবে? তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই” (সূরা ফাতির: ৩)।

খ. তাওহীদুল উলুহিয়াহ (ইবাদতে আল্লাহর এককত্ব):

এটি হলো বান্দার ইবাদতগত কর্মগুলোর মাধ্যমে আল্লাহকে একক করা। অর্থাৎ, সালাত, সাওম, হজ, যাকাত, দুআ, মানত—সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন: “আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন

আল্লাহর ইবাদত করে তার জন্য দীনকে (ইবাদতকে) একনিষ্ঠ করে” (সূরা আল-বায়িনাহ: ৫) ।

তাওহীদুল উলুহিয়াহর চরম গুরুত্ব: ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাওহীদে রুবুবিয়াহ (আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা) প্রায় সকল মানুষই স্বীকার করত এবং বনী আদমের মধ্যে প্রসিদ্ধ কোনো দল এটিকে অস্বীকার করেনি । কিন্তু মূর্তিপূজকরাও আল্লাহর রুবুবিয়াহ স্বীকার করেও ইবাদতে (উলুহিয়াহ) অন্যদেরকে শরিক করত । এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহকে মেনে নেওয়া ইসলামের মূল দাবি নয়; বরং ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক ও অদ্বিতীয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামের কেন্দ্রীয় বার্তা ।

গ. তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত (নাম ও গুণাবলীতে আল্লাহর এককত্ব):

কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ তা'আলার যেসব অতি সুন্দর নাম ও পূর্ণতার গুণাবলী রয়েছে, কোনো প্রকার ধরণ, উদাহরণ বর্ণনা করা (তাশবীহ) এবং বিকৃতি বা অকার্যকর করা (তা'তীল) ছাড়াই তাতে দৃঢ় বিশ্বাস করাকে তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত বলা হয় । আল্লাহ বলেন: “তাঁর সদৃশ কোনো কিছুই নেই, তিনি সবকিছু শুনে ও দেখেন” (সূরা শুরা: ১১) । এটি নিশ্চিত করে যে আল্লাহর গুণাবলী মানুষের কল্পনার উর্ধ্বে এবং অতুলনীয় ।

২.৩. ফিরিশতাগণের প্রতি বিশ্বাস:

মালাকগণ (ফিরিশতা) এমন এক নুরানি সত্তা, যারা আল্লাহর সম্মানিত সৃষ্টি এবং সর্বদা তাঁর আনুগত্য করেন । তাঁদের মধ্যে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার কোনো অনুভূতি নেই । তাঁদের কাজ হলো আল্লাহর ইবাদত করা, বার্তা পৌঁছে দেওয়া, মানুষের কাজ লিপিবদ্ধ করা এবং মৃত্যুর সময় আত্মা কবজ করা ।

বিভ্রান্তি ও শিরক নিরসন: ফিরিশতাগণ অদৃশ্য জগতের অংশ, তাই তাঁদের বিষয়ে কুরআন-হাদীসের বক্তব্য সরলভাবে বিশ্বাস করতে হবে । প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে একটি বড় বিভ্রান্তি ছিল ফিরিশতাদের দায়িত্বকে ক্ষমতা মনে করা । যেমন, মৃত্যুর ফিরিশতা বা রিয়কের ফিরিশতাকে পূজার নামে ইবাদত করে তাঁদের কাছে অলৌকিক সাহায্য বা দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করা । এই কাজটি শিরক, কারণ আল্লাহ তাঁদেরকে কেবল দায়িত্ব দিয়েছেন, ক্ষমতা দেননি ।

২.৪. আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস:

আল্লাহ মানুষের পথপ্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূলদের ওপর আসমানী কিতাব নাজিল করেছেন, যার মধ্যে তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও সর্বশেষ কুরআন অন্যতম । মুমিন বিশ্বাস করে যে এই কিতাবগুলো আল্লাহর বাণী ও সত্য হেদায়াত ।

তবে কুরআন মাজীদে বিশেষভাবে ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে প্রদত্ত পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলোর বিকৃতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিকৃতির মধ্যে রয়েছে ওহীর মাধ্যমে পাওয়া কিছু বাণী ভুলে যাওয়া বা হারিয়ে ফেলা, পরিবর্তন, সংযোজন বা বিয়োজন, এবং জাল পুস্তক বা আয়াত ওহীর নামে চালানো। কুরআন হলো সর্বশেষ কিতাব, যা পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থের সত্যতা ঘোষণা করে এবং সেগুলোর নিয়ন্ত্রক (মুহাইমিন) হিসেবে কাজ করে। কুরআন নাযিল হওয়ার পর অন্য আসমানী কিতাবের হুকুম-আহকাম মনসুখ (বাতিল) হয়ে গেছে এবং এখন আমল একমাত্র কুরআনের আদেশানুযায়ীই করতে হবে।

২.৫. রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস:

ঈমানের স্তম্ভগুলোর মধ্যে রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য। সকল নবী-রাসূল সত্যবাদী, নিষ্পাপ, পুণ্যবান এবং বিশ্বস্ত। তাঁরা আল্লাহ যা কিছু দিয়ে পাঠিয়েছেন, তা পরিপূর্ণভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। মুহাম্মাদ (সাঃ) সর্বশেষ রাসূল। আল্লাহ তাঁকে মানবজাতির জন্য অনুপম আদর্শ (উসওয়াতুন হাসানা) হিসেবে ঘোষণা করেছেন (সূরা আহযাব: ২১)।

২.৬. আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস:

আখিরাত (পরকাল) হলো মৃত্যু পরবর্তী জীবন, কবর, পুনরুত্থান, কিয়ামতের দিন হিসাব, মিজান (কাজের পাল্লা), জান্নাত ও জাহান্নামের নিশ্চিত বিশ্বাস।

আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব: যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা অপরিহার্য, তার মধ্যে পরকালে বিশ্বাস সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এটি ঈমান অনুযায়ী আমল করার প্রকৃত প্রেরণা সৃষ্টি করে এবং যারা শুধু দুনিয়ার ভোগ-বিলাসকে জীবনের চরম লক্ষ্য মনে করে, তাদের থেকে মুমিনদের জীবনযাত্রার রূপ পাল্টে দেয়।

২.৭. তাকদীরে বিশ্বাস:

তাকদীর অর্থ পরিমাপ করা বা সীমা নির্ণয় করা। তাকদীরে বিশ্বাস (ঈমান বিল কাদার) বলতে আল্লাহর অনাদি, অনন্ত ও সর্বব্যাপী জ্ঞান, তাঁর ইচ্ছা এবং তাঁর নির্ধারণে বিশ্বাস করাকে বোঝায়। আল্লাহ বলেন: “আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে”।

ইসলামী তাকদীরে বিশ্বাসের মধ্যে পাঁচটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত: ১. আল্লাহর অনাদি, অনন্ত ও সর্বব্যাপী জ্ঞানে বিশ্বাস। ২. আল্লাহর লিখনে (লাওহে মাহফুজে) বিশ্বাস। ৩. আল্লাহর ইচ্ছায়

বিশ্বাস (তাঁর ইচ্ছা ও জ্ঞানের বাইরে কিছুই ঘটে না)। ৪. আল্লাহর সৃষ্টিতে বিশ্বাস (মানুষের কর্মও আল্লাহ সৃষ্টি করেন)। ৫. মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মফলে বিশ্বাস।

স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মফলের গুরুত্ব: মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা, ইচ্ছাধীন কর্ম এবং কর্মফলের বিশ্বাসের উপরেই ইসলামের সকল বিধি-বিধানের ভিত্তি স্থাপিত। মানুষকে আল্লাহ বিবেক, বিচার শক্তি ও জ্ঞান দান করেছেন, যার কারণে সে নিজ ইচ্ছায় কর্ম করে এবং শুধু তারই প্রতিফল লাভ করে। এই বিশ্বাস ইসলামী জীবনব্যবস্থায় মানুষকে তার কাজের জন্য পূর্ণ নৈতিক দায়িত্বশীলতা প্রদান করে।

৩. ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ: ইবাদতসমূহের আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক তাৎপর্য

ইসলামের কাঠামো পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বর্ণনা করেছেন: "পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত: সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন ইলাহ নেই ও মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল, সালাত ক্বায়ম করা, যাকাত আদায় করা, হাজ্জ পালন করা এবং রমায়ান মাসের সিয়াম পালন করা"।

৩.১. শাহাদাহ্: ইসলামের প্রবেশদ্বার ও কেন্দ্রীয় সাক্ষ্য:

শাহাদাহ্ হলো ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু এবং প্রথম স্তম্ভ। এটি হলো আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর রাসূলের রিসালাতের সাক্ষ্য দেয়া। এটি তাঁবুর মধ্যস্থলের খুঁটির মতো, যা অন্যান্য চারটি খুঁটির কেন্দ্রবিন্দু। এই সাক্ষ্যের মাধ্যমেই বাহ্যিকভাবে একজন লোক ইসলামের গম্ভীর মধ্যে আছে বলে সাব্যস্ত হয়।

৩.২. সালাত: আধ্যাত্মিক ও সামাজিক বন্ধন:

সালাত (নামাজ) ঈমানের পরই ইসলামের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এবং এটি দ্বীনের খুঁটি। কুরআনে ৮৩ জায়গায় নামাজের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মুত্তাক্বিদের অন্যতম গুণ হলো অদৃশ্যের বিষয়ে ঈমান আনা এবং নামাজ কয়েম করা (সূরা বাকারাহ: ৩)। রাসূল (সাঃ) বলেছেন: "বান্দা ও কুফরির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামাজ ত্যাগ করা"। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এই সালাতেরই হিসাব হবে।

সালাত পরিত্যাগকারীর বিধান নিয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে; কিছুসংখ্যক বিদ্বানের মতে, সালাত পরিত্যাগ করা কুফরী। তবে এর গুরুত্ব অত্যাধিক এবং যথাসময়ে সালাত আদায় করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যিক।

৩.৩. যাকাত: অর্থনৈতিক পরিশুদ্ধি ও সমাজকল্যাণ:

যাকাত সম্পদের পবিত্রতা ও বৃদ্ধি নিশ্চিত করে। এটি ইসলামের একটি ফরজ স্তম্ভ। সকল প্রকারের ইবাদত উপাসনার মতই নিষ্ঠাবান হয়ে দান প্রদানের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করতে হবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ।

যাকাতের খাত ও ফিকহী নির্দেশনা: যাকাতের খাত কুরআন মাজীদে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে (সূরা তাওবা: ৬০)। এই আটটি খাত হলো: নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত, যাকাতের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি, যাদের মনোরঞ্জন উদ্দেশ্য, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে জিহাদকারী, এবং মুসাফির। এই খাত ছাড়া অন্য কোথাও যাকাত প্রদান করা জায়েয নয়।

যাকাত ও রাষ্ট্রের ভূমিকা: যাকাতের টাকা মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ, রাস্তা-ঘাট, পুল নির্মাণ, ইমাম-মুয়াজ্জিনের বেতন-ভাতা বা ইসলামী মিডিয়া প্রতিষ্ঠার মতো জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা জায়েয নয়। এই বিধান থেকে বোঝা যায় যে, ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত একটি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত প্রত্যক্ষ সম্পদ পুনর্বণ্টন প্রক্রিয়া (Direct Transfer Payment), যা ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচন ও হকদারদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য নির্ধারিত।

৩.৪. সিয়াম (রোযা) ও তাকওয়া:

রমযান মাসের সিয়াম পালন করা ইসলামের অপরিহার্য স্তম্ভ। রোযা পালনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো আত্মিক পরিশুদ্ধি এবং তাকওয়া (আল্লাহভীতি) অর্জন করা।

৩.৫. হজ: সর্বজনীনতা ও আত্মিক প্রেম:

হজ ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুকন, যা আর্থিক ও দৈহিকভাবে সামর্থ্যবান নারী-পুরুষের ওপর জীবনে একবার ফরজ (সূরা আলে ইমরান: ৯৭)। হজ হলো আল্লাহ তা'আলার প্রতি বান্দার ইশক-মহব্বতের বহিঃপ্রকাশের সর্বশেষ স্তর।

হজ ফরজ হওয়ার শর্তাবলী: হজ ফরয হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত অপরিহার্য: মুসলিম, বিবেকবান (পাগল না হওয়া), প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ), স্বাধীন (গোলাম না হওয়া) এবং দৈহিক ও আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান হওয়া। মহিলাদের ক্ষেত্রে আরেকটি শর্ত হলো, সফরকালে সাথে মাহরাম (যেমন স্বামী, পিতা, পুত্র বা ভাই) থাকা। যে হজ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হজ্জের সর্বপ্রকার নিয়মনীতি ও শর্তসমূহ পালনপূর্বক করা হয়, তাকে 'হজ্জে মাবরুর' বলা হয়, যার প্রতিদান জান্নাত ভিন্ন আর কিছুই নয়।

৪. মানব জীবনে ইসলামের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য

ইসলাম মানুষের জীবনকে একটি লক্ষ্যহীন যাত্রা হিসেবে দেখে না, বরং একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা প্রদান করে।

৪.১. জীবনের উদ্দেশ্য: পরীক্ষা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন:

ইসলাম বিশ্বাস করে যে মানুষের জীবন মূলত একটি পরীক্ষা। এই পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে জীবনযাপন করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা। যারা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, তারা আখিরাতে চিরস্থায়ী জান্নাতের পুরস্কার লাভ করবে।

৪.২. দ্বীন কেন জীবন, আলো ও মুক্তি:

দ্বীনের প্রয়োজনীয়তা মানুষের খাদ্য-পানীয়ের চেয়েও বেশি। কেননা দ্বীন ব্যতীত মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে উভয়ই হারায়। আল্লাহ তা'আলা যারা দ্বীনকে গ্রহণ করে, তাদের মৃত হৃদয়ে জীবন ও আলো দান করেন, যার মাধ্যমে সে মানুষের মধ্যে চলে।

দ্বীনহীনতার পরিণতি: যারা আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় বা কুফরি করে, তাদের পরিণতি কুরআনে বর্ণিত হয়েছে: তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মতো খায় (সূরা মুহাম্মাদ: ১২)। তাদের জন্য দুনিয়াতে এক সংকীর্ণ জীবন (মাঙ্গীশাতান দ্বাঙ্কান) নির্ধারিত হয় এবং কিয়ামতের দিন তাদের অন্ধ অবস্থায় ওঠানো হবে (সূরা ত্বাহা: ১২৩-১২৭)। সুতরাং, দ্বীন হলো মানব অস্তিত্বের জন্য আলো, হেদায়াত এবং মুক্তি।

৪.৩. নৈতিক জীবন ও আদব-কায়দার গুরুত্ব (আখলাক):

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় আদব বা উত্তম চরিত্র (আখলাক) হলো দীন ইসলামের সারবস্তু। এটি মানুষের ব্যক্তিগত, নৈতিক ও সামাজিক আচরণে গভীর প্রভাব ফেলে।

উত্তম চরিত্রের গুরুত্বের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, “নিশ্চয়ই উত্তম চরিত্র, ভালো ব্যবহার ও পরিমিত ব্যয় বা মধ্যপন্থা অবলম্বন করা নবুয়্যাতের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ সমতুল্য”। মনীষীগণ আদবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে বলেছেন, আদব হলো বুদ্ধির পরিপূরক, ব্যক্তিত্বের দলীল, নিঃসঙ্গতায় ঘনিষ্ঠ বন্ধু, প্রবাসজীবনের সাথী এবং অভাবের সময়ে সম্পদ। আদব-কায়দার মাধ্যমেই একজন মুসলিম কাঙ্ক্ষিত মানের ভদ্র ও সভ্য মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং দীন ইসলামের সৌন্দর্য সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

৪.৪. হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদ এর মধ্যে ভারসাম্য:

ইসলামে অধিকারকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে: হাক্কুল্লাহ (আল্লাহর হক) এবং হাক্কুল ইবাদ (বান্দার হক)। এই দুটি হকের মধ্যে সুষম সমন্বয়ই মানুষের জীবনকে পূর্ণতা দেয়।

হাক্কুল্লাহ: আল্লাহর হক হলো তাঁর ইবাদত করা এবং তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক না করা। আল্লাহর হক পালন না করা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা শিরক ছাড়া অন্যান্য পাপ ক্ষমা করতে পারেন (সূরা নিসা: ১১৬; সূরা ফাতহ: ১৪)।

হাক্কুল ইবাদ: বান্দার হক হলো জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসা, সেবা, সাহায্য-সহযোগিতা এবং তাদের অধিকার রক্ষা করা। কোরআন নির্দেশ দেয়: "আপনারা একে অপরের প্রতি হক বজায় রাখুন, আপনারা শুধু আল্লাহর হকের প্রতি নয়" (সূরা নিসা: ৩৬)। বিশেষত পিতামাতা (সূরা ইসরাইল: ২৩), নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশী, এতিম ও মিসকিনদের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় অপরের একটি প্রয়োজন মিটিয়ে দেবে, পরকালে আল্লাহ তার ১০০ প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন।

বান্দার হকের অপরিহার্যতা: রাসূল (সাঃ) মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)-কে আল্লাহর হকের সুসংবাদ জনসমক্ষে জানাতে নিষেধ করেছিলেন এই কারণে যে, মানুষ যেন কেবল এর ওপরই ভরসা করে বসে না থাকে। এটি সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি ইসলামের চরম গুরুত্বের দিকে ইঙ্গিত করে। আল্লাহ শিরক ছাড়া অন্য যেকোনো হাক্কুল্লাহ (যেমন সালাত, সিয়াম) ক্ষমা করতে পারেন; কিন্তু হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করেন না, যতক্ষণ না স্বয়ং বান্দা তার অধিকার ছেড়ে দেয়। এই বাস্তবতা প্রমাণ করে যে, সামাজিক সম্পর্ক, ন্যায়বিচার এবং পারস্পরিক অধিকার রক্ষার গুরুত্ব ইসলামী জীবনব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুতর এবং এটি নৈতিক দায়বদ্ধতার কেন্দ্রবিন্দু।

৫. ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি ও সামাজিক ন্যায়বিচার

ইসলাম কেবল আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনাই দেয় না, বরং এটি একটি কার্যকর ও ন্যায্যনুগ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামো প্রদান করে।

৫.১. ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক দর্শন:

ইসলামী অর্থনীতি এমন এক ব্যবস্থা, যার আদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি ইসলামী আকীদা মোতাবেক নির্ধারিত হয়। এই অর্থনীতির মূলনীতি বিধৃত রয়েছে আল-কুরআন ও সুন্নাহয়।

মালিকানা ও আমানত: ইসলামী নীতি অনুযায়ী, মানুষ মূলত সম্পদের মালিক নয়, বরং ব্যবহারকারী মাত্র। সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার ও ন্যায্যনুগ বণ্টনের নিশ্চয়তা বিধান করাই ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য। ঈমানী চেতনার ভিত্তিতে এই অর্থনীতির মূল লক্ষ্য হলো *আমান* বা নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত করা (সূরা আনআম: ৮২)।

৫.২. অর্থনীতিতে ঈমান ও তাকওয়া প্রভাব:

ইসলামী অর্থনীতির উন্নতি ও বিকাশের জন্য ঈমান ও তাকওয়া (আল্লাহভীতি) অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে অবশ্যই আসমান ও জমিন থেকে বরকতসমূহ তাদের ওপর খুলে দেওয়া হতো (সূরা আরাফ: ৯৬)।

নবী (সাঃ) স্পষ্ট করেছেন যে, মানুষ তার নিজ পাপের কারণেই মূলত রিজিক থেকে বঞ্চিত হয়। সুতরাং, আল্লাহভীতি ও অগাধ বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমেই প্রাচুর্যময় সুখী জীবন বাস্তবায়িত হতে পারে।

৫.৩. ইসলামী আইন ও অর্থনৈতিক বিধান রচনার মূলনীতি:

ইসলামী অর্থনৈতিক বিধান রচনার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। ইসলাম প্রতি যুগের উপযোগী বিস্তারিত অর্থনৈতিক বিধান রচনা করেনি, বরং এমন কতিপয় মূলনীতি ও চৌহদ্দী (Four Corners) নির্ধারণ করে দিয়েছে, যার ভিত্তিতে ফকীহগণ (আইনজ্ঞগণ) নিজেদের অবস্থা, প্রয়োজন ও অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে বিস্তারিত বিধান রচনা করতে পারেন।

আইনের নমনীয়তা ও উদ্ভাবন: ইসলামী আইনশাস্ত্র (ফিকহ) স্থবির নয়। ফকীহগণ যুগের সমস্যা ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এই চৌহদ্দীর মধ্যে অবস্থান করেই বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি অর্থনৈতিক বিধান রচনা করেছেন। আধুনিক অর্থনীতি ও সমাজের উদীয়মান চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলায় এই মূলনীতিভিত্তিক কাঠামো ইজতিহাদ (আইন উদ্ভাবন) এর সুযোগ রাখে, যা ইসলামী আইনের চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চিত করে।

৫.৪. সামাজিক ন্যায়বিচার (আদল ও ইনসাফ) প্রতিষ্ঠায় কুরআনের নির্দেশ:

ইসলামী জীবনদর্শন সামাজিক ন্যায়বিচারকে (আদল ও ইনসাফ) এর কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হিসেবে গণ্য করে। আল্লাহ তা'আলা ন্যায়নীতি, পরোপকার ও আত্মীয়-স্বজনদের দান করার হুকুম দেন এবং অশ্লীলতা, দুষ্কৃতি ও অত্যাচার করতে নিষেধ করেন (সূরা নাহল: ৯০)।

ইনসাফের মানদণ্ড: বিচার ফয়সালা করার সময় ইনসাফ ও ন্যায়নীতি সহকারে ফায়সালা করতে হবে (সূরা নিসা: ৫৮)। ইনসাফের পতাকা বহনকারী হিসেবে মুমিনদের দায়িত্ব হলো, ইনসাফ ও সাক্ষ্য যেন তাদের নিজেদের ব্যক্তিসত্তার, বাপ-মা বা আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে গেলেও তা বজায় থাকে।

সর্বজনীন দায়িত্বশীলতা: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সামাজিক দায়িত্বশীলতার সর্বজনীন নীতি ঘোষণা করেছেন: “তোমরা জেনে রাখো তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল। তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে”। এটি সমাজের নেতা থেকে শুরু করে সাধারণ গৃহকর্তা পর্যন্ত সকলের জন্য প্রযোজ্য। ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে মহানবী (সাঃ)-এর সীরাত ছিল উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত; এমনকি বনি মাখযুম গোত্রের সম্মানিত মহিলা চুরি করলে তাকেও ইসলামী আইন অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হয়।

৬. রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনা: সীরাত থেকে ব্যবহারিক প্রমাণ

ইসলামী জীবনব্যবস্থা কেবল ব্যক্তিগত জীবনের পরিণতি নয়, বরং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যও দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এই দিকনির্দেশনার ব্যবহারিক প্রমাণ হলো রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সীরাত এবং মদিনা সনদ।

৬.১. রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সীরাত: উসওয়াতুন হাসানা (অনুপম আদর্শ):

রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র জীবনী (সীরাত) হলো মোমেনের জন্য চূড়ান্ত দিকনির্দেশনা ও আলোর মশাল। তাঁর সীরাত অধ্যয়ন সফল ও সার্থক জীবন গঠনের নির্দেশনা প্রদান করে। মানবজীবনের এমন কোনো দিক নেই—যেমন ইবাদত, আধ্যাত্মিকতা, সংসার জীবন, দাওয়াতি জীবন, রাষ্ট্র পরিচালনা, সামাজিকতা ও ব্যবসা-বাণিজ্য—যা তাঁর জীবনাদর্শকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়নি।

সীরাত পাঠের মাধ্যমে নবী (সাঃ)-এর প্রতি অনিবার্যভাবে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, যা ঈমান বৃদ্ধির কারণ। ইবাদাত ও শরীয়তের বিধি-বিধান ছাড়াও, সম্মিলিত জীবন, রাজনৈতিক কৌশল এবং অন্যান্য জাতির সাথে আচরণের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কর্মপন্থাকে সামনে রাখা আবশ্যিক।

৬.২. মদিনা সনদের বিশ্লেষণ: প্রথম লিখিত সংবিধান:

৬২২ খ্রিস্টাব্দে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের পর সেখানকার অশান্ত পরিবেশ (যা গোত্রীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত জর্জরিত ছিল) শান্তি, সম্প্রীতি ও ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করার উদ্যোগ নেন। তিনি ইহুদি, পৌত্তলিক ও মুসলমানদের নিয়ে ৪৭ বা ৫৩টি ধারা সংবলিত একটি সনদ প্রণয়ন করেন, যা ইতিহাস বিখ্যাত 'মদিনা সনদ' বা 'মদিনার সংবিধান' নামে পরিচিত।

মদিনা সনদের মূলধারা (বহুত্ববাদী সমাজের নীতিমালা):

- **সাধারণ জাতি গঠন:** সনদে স্বাক্ষরকারী ইহুদি, পৌত্তলিক ও মুসলমান সম্প্রদায় একটি সাধারণ জাতি (উম্মাহ) গঠন করবে এবং সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে।
- **ধর্মীয় স্বাধীনতা:** সব সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে এবং কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।
- **সম্মিলিত নিরাপত্তা:** চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী কোনো সম্প্রদায় বাইরের শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে সবাই মিলিত শক্তি দিয়ে সে আক্রমণ প্রতিহত করবে।
- **রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব:** মুহাম্মাদ (সাঃ) নবগঠিত এই প্রজাতন্ত্রের সভাপতি (রাষ্ট্রপ্রধান) হবেন এবং পদাধিকার বলে সর্বোচ্চ বিচারালয়ের সর্বময় কর্তা হবেন।

রাষ্ট্রের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ভিত্তি: মদিনা সনদের মাধ্যমে রাসূল (সাঃ) এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা, সম্মিলিত নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচার চুক্তিবদ্ধভাবে নিশ্চিত করা হয়েছিল। সনদটি ছিল বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম লিখিত সংবিধান। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, ইসলামী শাসন ব্যবস্থা গোত্রীয় আধিপত্য বা ধর্মীয় একচেটিয়া কর্তৃত্বের পরিবর্তে, চুক্তিবদ্ধ বহু-জাতিগত সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ একটি রাজনৈতিক মডেল উপস্থাপন করে, যা বিশ্বজনীন নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

৭. আকীদা ও ফিকহের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মাযহাবসমূহ

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে 'আকীদা' ও 'ফিকহ' দুটি প্রধান শাখা, যা যথাক্রমে বিশ্বাস এবং ব্যবহারিক আইন নিয়ে আলোচনা করে।

৭.১. ইলমুল আকীদা ও ইলমুল ফিকহের মূলনীতি ও সম্পর্ক:

- **ইলমুল আকীদা:** আকীদা বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এর মৌলিক চারটি আলোচনার বিষয়বস্তু হলো: আল-উলূহিয়াহ (আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি), আন-নুবুওয়াত

(নবীগণের পরিচয়), আল-ইমামাহ (মুসলিম রাষ্ট্রের নেতৃত্ব) এবং আল-আখিরাহ (পরকালীন জীবন) ।

- **ইলমুল ফিকহ:** ফিকহ হলো ব্যবহারিক শাস্ত্র, যা ইবাদত ও মুআমালাতকে রাসূল (সাঃ)-এর অনুসরণে পরিচালনার জন্য প্রণীত ।
- **সম্পর্ক:** সহিহ আকিদা (তাওহীদ) হলো রক্তের মতো; এটি সহিহ না হলে মানুষের সকল আমল নিষ্ফল হয়ে যায় । তাই আকিদা ও ফিকহ উভয়ই একজন মুসলিমের জীবনে আত্মিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

•

৭.২. ফিকহী মতপার্থক্যের ঐতিহাসিক সূত্রপাত ও কারণসমূহ:

ইসলামী আইনশাস্ত্রের (ফিকহ) ঐতিহাসিক বিবর্তনে সাহাবায়ে কেরামদের যুগেও ফতোয়া দানের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য ছিল । মতভিন্নতার প্রধান কারণ হলো: ১. কুরআন-হাদীসের বিশেষ আয়াত বা হাদীসের নাসেখ (রহিতকারী) ও মনসুখ (রহিত হওয়া), মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট) ও মুহকাম (সুস্পষ্ট) বিষয়ে জ্ঞানের পার্থক্য । ২. পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত নতুন ঘটনা সংঘটিত হওয়া, যার ব্যাপারে কুরআন-হাদীস থেকে সরাসরি নির্দেশনা (নস) পাওয়া যায় না। ফলে বাধ্য হয়ে নজির ও তুলনার (কিয়াস) মাধ্যমে বিধান উদ্ভাবন করতে হয় ।

৭.৩. আহলে রায় ও আহলে হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য:

ফিকহশাস্ত্রের প্রাথমিক পর্যায়ে দুটি প্রধান স্কুল অফ থট বা দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে:

- **আহলে রায় ও আহলে কিয়াস (মতামতদান ও তুলনা করার অধিকারী):** এরা ছিলেন ইরাকের আলেমগণ, যাদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন । তাদের কাছে হাদীসের সংগ্রহ তুলনামূলকভাবে কম থাকায় তাঁরা কিয়াস বা তুলনার ক্ষেত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন ।
- **আহলে হাদীস:** এরা ছিলেন হেজাজের অধিবাসী (যেমন ইমাম মালেক ও ইমাম শাফিঈ), যারা হাদীসকে অধিকতর গুরুত্ব দিতেন ।

৭.৪. চার প্রধান ফিকহী মাযহাবের পরিচিতি ও উসূল:

ইসলামী আইন সংকলনে চারজন মুজতাহিদ ইমাম—ইমাম আবু হানীফা (রহ.), ইমাম মালেক (রহ.), ইমাম শাফিঈ (রহ.) এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)—এর মাযহাব অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করে । বর্তমানে এই চার মাযহাবের সংকলিত রূপ বিদ্যমান এবং উলামায়ে কেরাম এই চার ইমামের কোনো একজনের তাকলীদ (অনুসরণ) করাকে সাধারণ মানুষের

জন্য জরুরি মনে করেন । এই মাযহাবগুলো ফিকহী মাসআলা উদ্ভাবন কৌশল এবং মাসআলা গ্রহণ-বর্জনের মূলভিত্তি সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান প্রদান করে ।

৭.৫. আকীদার ক্ষেত্রে আশআরি ও মাতুরিদি মাযহাবের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

আকীদা বা ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দুই মহান ইমামের অবদান অনস্বীকার্য:

- **ইমাম আবুল হাসান আশআরী (রহ.):** তিনি ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর শাগরিদদের শাগরিদ ছিলেন । তিনি ইলমে কালাম (ধর্মতত্ত্ব) ব্যবহার করে সালাফদের আকীদা ব্যাখ্যা করেন এবং আল্লাহ তা'আলার সিফাত (গুণাবলী) সংক্রান্ত বিষয়ে সালাফের নীতি গ্রহণ করেন ।
- **ইমাম আবু মানসুর মাতুরীদী (রহ.):** তিনি ইমাম আশআরীর সমসাময়িক হলেও বয়সে বড় ছিলেন । তিনি শুরু থেকে ওফাত পর্যন্ত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নীতি ও আদর্শের ওপর অবিচল ছিলেন ।

আকীদার এই দুই স্কুল বিশ্বব্যাপী আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নীতি ও আদর্শের মুখপত্র হিসেবে গৃহীত হয়েছে । ইমাম আবু জাফর তহাবী (রহ.) (৩২১ হি.) কর্তৃক রচিত ‘আল-আকীদাতুত তহাবিয়া’ এই সাধারণ নীতিরই প্রতিফলন ।

৮. উপসংহার, সারসংক্ষেপ ও নির্দেশিকা

৮.১. থিসিসের সারসংক্ষেপ: "ইসলাম কি ও কেন" প্রশ্নের চূড়ান্ত জবাব:

বিশ্লেষণ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ইসলাম কোনো ঐতিহ্যগত ধর্ম মাত্র নয়; এটি একটি সুসংগঠিত, যৌক্তিক এবং ঐশী জীবনব্যবস্থা (দীন), যা মানুষের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে ।

ইসলাম কি: ইসলাম হলো একমাত্র আল্লাহর প্রতি শর্তহীন আত্মসমর্পণ (তাওহীদ), যা বিশ্বাস (ঈমান) এবং কর্ম (ইবাদত) এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয় । এর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে তাওহীদুল উলুহিয়াহ (ইবাদতে এককত্ব) এবং বান্দার হক (হাক্কুল ইবাদ) এর প্রতি কঠোর দায়বদ্ধতা ।

ইসলাম কেন: ইসলাম মানব জীবনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে (পরীক্ষা ও জান্নাত লাভ) , নৈতিক ভিত্তি প্রদান করে (আদব ও আখলাক) , এবং রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায্যবিচার ও শৃঙ্খলা (আদল) প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত মডেল (যেমন মদিনা সনদে প্রতিফলিত) প্রদান

করে । এটি দীনহীনতার সংকীর্ণ জীবন (মাঈশাতান দ্বাক্কান) থেকে মুক্তি দিয়ে মানবতাকে জীবন, আলো ও সৌভাগ্য দান করে ।

৮.২. আধুনিক প্রেক্ষাপটে ইসলামী জীবনব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ ও প্রাসঙ্গিকতা:

আধুনিক বিশ্বে ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যে যে সংঘাত দেখা যায়, ইসলামী জীবনব্যবস্থা তার হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদ-এর ভারসাম্যপূর্ণ নীতির মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান প্রদান করে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বান্দার হকের অপরিহার্যতা (যা আল্লাহ বান্দার ক্ষমা ছাড়া ক্ষমা করেন না) —এই নীতি আধুনিক সমাজের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবাধিকার এবং সুশাসনের ক্ষেত্রে এক গভীর নৈতিক প্রেরণা হিসেবে কাজ করে।

এছাড়াও, ইসলামী অর্থনীতিতে মূলনীতি ও চৌহদ্দী নির্ধারণের মাধ্যমে আইনের যে নমনীয়তা দেওয়া হয়েছে, তা প্রমাণ করে যে ইসলামী আইনশাস্ত্র (ফিকহ) আধুনিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলায় নতুন বিধান উদ্ভাবনের (ইজতিহাদ) ক্ষমতা রাখে, যা এর চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতাকে নিশ্চিত করে।

৮.৩. ভবিষ্যৎ অধ্যয়নের জন্য সুপারিশ:

১. **প্রয়োগকৃত ফিকহ গবেষণা:** ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি (যেমন সম্পদের মালিকানার দর্শন ও আমানত) এবং আধুনিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (যেমন ব্যাংকিং, ইন্স্যুরেন্স) উপর তুলনামূলক গবেষণা প্রয়োজন, যা আধুনিক সমাজের জন্য ইসলামী আইনের ব্যবহারিক সমাধান দিতে পারে। ২. **সীরাতে ও রাষ্ট্রনীতি:** রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সীরাতে রাজনৈতিক ও সামাজিক কৌশল (যেমন মদিনা সনদের অধীনে বহু-জাতিগত ও বহু-ধর্মীয় সমাজের পরিচালনা নীতি) বর্তমান বহুজাতিক সমাজগুলোতে কিভাবে প্রয়োগ করা যায়, সে বিষয়ে গভীরতর বিশ্লেষণ এবং ব্যবহারিকভাবে উসওয়ায়ে হাসানাহকে তুলে তোলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে ইসলামের ওপর থাকার, ঈমানী মৃত্যুর তৌফিক দান করুন আমীন! এই ধূলিধরা বিশ্বে ইসলাম কায়েম করে দিন, আমীন!

পাদটীকা

১. ১. ১. ঈমান, আকীদা ও অন্যান্য পরিভাষা | কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা

- Hadithbd,

<https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=166§ion=2290>

২. মানব জীবনে ইসলামের প্রয়োজনীয়তা | নবী-রাসূলগণের দাওয়াতী মূলনীতি - Hadithbd,

<https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=68§ion=998> ৩. ৩.

ইলমুল আকীদার আলোচ্য ও উদ্দেশ্য | আল-ফিকহুল আকবর - Hadithbd, <https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=44&chapter=7080> 4. ঈমানের ছয় স্তম্ভ - কালের কণ্ঠ, <https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2022/09/12/1182518> 5. রাসূল, রিসালাত ও ওহী বিষয়ক আয়াতসমূহ - Bangla Hadith (বাংলা হাদিস) - Hadithbd, <https://www.hadithbd.com/quran/subjectwise/detail/?sub=38> 6. ইসলাম - উইকিপিডিয়া, <https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE> 7. হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদ - Alokito Bangladesh, [https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nature-and-environment/101985/%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6](https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nature-and-environment/101985/%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B9-%E0%A6%93-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6) 8. প্রশ্ন: যখন তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তাওহীদের প্রকারগুলো কী কী? | চার ইমামের আকীদাহ (আবু হানীফা, মালেক, শাফে'ঈ ও আহমাদ ইবন হাম্বল) - Hadithbd, <https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=98&chapter=9954> 9. তাওহীদের সংজ্ঞা ও তার প্রকারভেদ | শারহুল আকীদা আত-ত্বাহবীয়া - Hadithbd, <https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=63§ion=813> 10. সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন) | ২৪/ যাকাত (كتاب الزكاة) - Hadithbd, <https://www.hadithbd.com/hadith/detail/?book=12§ion=251> 11. ২. ২. ঈমান বিল মালাইকা: মালাকগণে বিশ্বাস - Hadithbd, <https://www.hadithbd.com/qaext.php?qa=7095> 12. ২. ৩. ঈমান বিল কুতুব: গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস - Hadithbd, <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7096> 13. (2:4) Al-Baqara | (২:৪) আল-বাকারাহ এর অনুবাদ ও তাফসীর - Hadithbd, <https://www.hadithbd.net/quran/link/?id=11> 14. সিরাত পাঠে জীবন গড়ে - Alokito Bangladesh, <https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/prophet-life/245672/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4>

-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A0%E0%A7%87-
 %E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%A8-
 %E0%A6%97%E0%A7%9C%E0%A7%87 15. ২. ৬. ঈমান বিল কাদর: তাকদীরে বিশ্বাস
 - Hadithbd, <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7105> 16. মিশকাতুল
 মাসাবীহ (মিশকাত) | হাদিস: ৪ | Mishkat al-Masabih, Hadith No. 4 - Hadithbd,
<https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=54563> 17. কুরআন-সুন্নাহর
 আলোকে - নামাযের বিধান - Baitush Sharaf,
<https://baitushsharaf.org/storage/pdf/quran-sunnahar-aloke-namazer-bidhan-2021-08-23-6123958dae218.pdf> 18. হজের বিধান ও ফরজ হওয়ার শর্ত -
 Dhaka Mail, <https://dhakamail.com/religion/161373> 19. নামাজের আধ্যাত্মিক
 গুরুত্ব - শিক্ষক বাতায়ন,
<https://www.teachers.gov.bd/blog/details/638201?page=4307&namajer-adhzatmik-gurutw> 20. যাকাত : গুরুত্ব ও মাসায়িল - মাসিক আলকাউসার,
<https://www.alkawsar.com/bn/article/1530/> 21. হজ্জ ও ওমরাহ গাইড -
 RAJSHAHI, https://file-rajshahi.portal.gov.bd/files/gabtali.bogra.gov.bd/notices/b87445db_d0ff_4771_a17e_0bf0ad9ced1e/5cdba016166a93707ce801236e632bb3.pdf 22.
 ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কী? - Quora,
<https://bn.quora.com/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A3-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-2> 23. কুরআন ও সুন্নাহর
 আলোকে মুসলিম জীবনের আদব-কায়দা | সম্পূর্ণ গ্রন্থ একসাথে পড়ুন - Hadithbd,
<https://www.hadithbd.com/books/fullbook/?book=133> 24. ইসলামী নীতি
 কিভাবে নৈতিক ও সামাজিক আচরণকে প্রভাবিত করে? - Quora,
<https://bn.quora.com/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A7%88%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%93> 25. হাক্কুল্লাহ হক্কুল ইবাদ: আল্লাহর হক ও বান্দার হক,

<https://eiamardesh.news/?p=8452> 26. আল্লাহর হক ও বান্দার হকের স্বরূপ -
কালের কণ্ঠ, <https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2019/11/04/834875> 27. কোরআন ও হাদীসের পাতায় অর্থনীতির আলোচনা -
শিক্ষক বাতায়ন,
<https://www.teachers.gov.bd/blog/details/594120?page=5395&koran-oo-hadeeser-patay-orthneetir-alocna> 28. ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি,
<https://www.icsbook.info/read-book/270> 29. সামাজিক ন্যায়বিচার : ইসলামী
দৃষ্টিকোণ, <https://khoborpatrabd.com/archives/96811> 30. সীরাতপাঠ :
প্রয়োজনীয়তা এবং আমাদের ক্ষমাহীন উদাসীনতা - যোগাযোগ,
<https://jogajogbd.org/%E0%A6%B8%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A4%E0%A6%BE/> 31. মদিনা সনদ: রাসূলুল্লাহর (সা.) রাষ্ট্রচিন্তা ও আজকের বিশ্ব -
Jugantor, <https://www.jugantor.com/islam-life/1028597> 32. রাসূল (সা.)-এর
তত্ত্বাবধানে তৈরি মদিনা সনদে যেসব ধারা ছিল - দৈনিক কালনেত্রী,
<https://www.kaalnetro.com/2024/11/29/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%8F%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87/>